দৈনিক
ইত্তেফাক

৪৭

12 JUN 2007
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৪

রংপুরে শতকরা ৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পায়

।। রংপুর সংবাদদাতা ।।

রংপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৬৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যানে রংপুর ৮ম স্থান অধিকার করেছে। ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে বর্তমানে শতকরা ১৮ ভাগে নেমে এসেছে। স্কুলগৃহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য পিইডিপি'র অর্থায়নে ইতিমধ্যে ২৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি করে কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০৪ সালে শতকরা ৪৯ জন, ২০০৫-এ তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগ ও ২০০৬ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ ভাগ। জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৭টিতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেলেও তারাগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অযোগ্যতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা ও হেঁয়ালীপনার জন্য সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। এ কারণে উপজেলায় শিক্ষার মান নিম্নগতির। প্রতিবছর উপজেলার সমাপনী, প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও বার্ষিক পরীক্ষা সারা জেলায় একই সময় অনুষ্ঠিত হলেও তারাগঞ্জ উপজেলায় গত ২ বছর যাবৎ নির্ধারিত সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না বলে জানা গেছে। উপজেলাটির স্কুল সংস্কারের কাজসহ বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন ও অফিসিয়াল কাজের মন্থর গতি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। জেলায় সরকারী, বেসরকারী ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৩৫। মোট ছাত্র-ছাত্রী ২ লাখ ৮৯ হাজার ৪শ' ৫০ জন। জেলার বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অর্থায়নে গত অর্থবছর ১৪৯টি এবং চলতি অর্থবছরে ১১৬টি বিদ্যালয়ে ২টি করে কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কক্ষের সাথে টিউবওয়েল ও টয়লেট সংযুক্ত করা হয়েছে জেলা শিক্ষা অফিসার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করে মানোন্নত শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাথে মতবিনিময় অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবা ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের পুনরায় বিদ্যালয়ে আনার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা শিক্ষা অফিসারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জেলায় মোট ১ হাজার ১শ' ১৯টি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৯৮ হাজার ৯শ' ৮৫ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এদের মধ্যে গত অর্থবছরে ৯ কোটি ৩৯ লাখ ৮৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে একই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪ কোটি ৯২ লাখ ৫৬ হাজার [illegible]